বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর অডিট রিপোর্ট

২০১৩-২০১৪

প্রথম খন্ড

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়,
খাদ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
এবং শিল্প মন্ত্রণালয়।

অর্থ বছর ঃ ২০১২-২০১৩

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
৪	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৪
	অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৫	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৩৬
৬	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহ)	৩৭-৪২
৭	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৪২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০৪/০১/১৪২৫ বঃ
১৭/০৪/২০১৮ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০০৯-২০১৩ অর্থ বছর এবং তৎপূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের আর্থিক কর্মকান্ড বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে অংশ বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দু' খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু, অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খণ্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষার আন্তর্জাতিক মানদন্ড তথা International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) এর প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ এবং Government Auditing Standards সমূহ বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য নিরীক্ষা সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুনগত মান বৃদ্ধিতে এ রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

............................বঃ
তারিখঃ————————
..........................খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
(মোঃ জহুরুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	
০১	জেনারেল সেলস এজেন্টস (GSA) এর নিকট হতে বিমানের টিকেট বিক্রির টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষতি ।	২,২৭,৩৪,৮১২
০২	সেবামূলক খাতে "বিবিধ" সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতাদের নিকট হতে ১৫% হারে ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।	৭৪,৩৪,৭৬,৯২৬
০৩	শর্তানুযায়ী ইজারাদার কর্তৃক প্রিমিয়াম প্রদান না করায় মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে সুদসহ অনাদায়ে আর্থিক ক্ষতি ।	৪,১৬,৯৬,০৬০
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	
০৪	অনিয়মিতভাবে ব্যক্তি বিশেষকে ঋণ সুবিধা প্রদানে গৃহ নির্মাণ ঋণের নামে ক্ষতি।	৫০,০০,০০০
০৫	অনিয়মিতভাবে ব্যক্তি বিশেষে ঋণ প্রদানের ফলে অনাদায়ী ।	২৫,০০,০০০
০৬	মেসার্স ন্যাচার ব্যাক এর নিকট হতে লীজ চুক্তি মোতাবেক লীজকালীন মিলের বকেয়া পাওনা আদায় না করায় সংস্থার ক্ষতি।	৪,৬৯,৪১,৮১৯
	খাদ্য মন্ত্রণালয়	
০৭	এল,এস,ডি গাড়ফা বাজার হতে ৭৬৮.২২৪ মেঃটন খাদ্য শস্য আত্মসাৎ এবং এল,এস,ডি মোংলায় ৬৭.১৯২ মেঃটন খাদ্য শস্য ঘাটতি হওয়ায় ক্ষতি।	৫,০৮,০৩,২৯৬
০৮	গুদাম ঘাটতি ৯৮.৩৪২মেঃ টন খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) মূল্য বাবদ দন্ডনীয় হারে আদায় না করায় ক্ষতি।	৬৬,৮৫,৩১৪
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	
০৯	ঘাটতি/ বাতিল মালামালের ক্ষতিপূরণ সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ।	৪৮,৫২,৬৩১
	শিল্প মন্ত্রণালয়	
১০	ক্রয়াদেশকৃত ১০০৮ মেঃ টন প্যারাফরমালডিহাডের মধ্যে আমদানীকৃত ২৮২মেঃ টন সম্পূর্ণ ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ায়, কাস্টমস ডিউটি, ভ্যাট, বীমা এবং পরিবহণ খরচ বাবদ ক্ষতি।	২,৩৪,২৪,০০০
১১	ক্লোরিন গ্যাস উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবে মার্কারী আমদানীর স্থলে সোডিয়াম সায়ানাইড সরবরাহ পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	৫৮,২৬,৭২৭
১২	উৎপাদিত ইউরিয়া সার বাল্ক গুদামে ঘাটতি হওয়ায় ক্ষতি।	৯,৯৯,৪৯,৫০০
	সর্বমোট	**১০৫,৩৮,৯১,০৮৫**

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষিত অর্থ বছর ঃ

- ২০০৯-২০১৩ অর্থ বছর এবং তৎপূর্ববর্তী অর্থ বছরসমূহ।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে আলোচনা;
- রেকর্ড পত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- নিয়মানুগ অডিট।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও নিরীক্ষার সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সময়কাল
০১	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।	১৮-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০২	পর্যটন মোটেল, সিলেট ।	১৬-১২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৬-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৩	আদমজী সঙ্গ লিঃ, মতিঝিল বা/এ ঢাকা।	২২-১২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৮-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৪	এম এম জুট মিলস লিমিটেড, বাঁশবাড়িয়া, চট্টগ্রাম।	০৮-০৫-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৮-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৫	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়,বাগেরহাট এর নিয়ন্ত্রণাধীন এল,এস,ডি গাড়ফা বাজার, মোল্লাহাট।	০৩-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১২-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৬	স্থানীয় খাদ্য গুদাম (এলএসডি), লংগুদু, রাংগামাটি পার্বত্যজেলা।	১৭-০৬-২০১৪ খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৭	এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ, তেজগাঁও, ঢাকা।	২৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০২-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৮	যমুনা ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, তারাকান্দি, জামালপুর।	১৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০২-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
০৯	কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ, চন্দ্রঘোনা, রাংগামাটি।	১৬-০৫-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৯-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
১০	চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, রাংগাদিয়া, চট্টগ্রাম ।	০৮-০৪-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৭-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা।
- টেন্ডারে অনিয়ম, চুক্তি মোতাবেক কার্য সম্পাদন না করা ও বিভিন্ন ভাতাদি প্রদানে অনিয়ম।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম অধিকতর জোরদার করা প্রয়োজন।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক এই প্রতিবেদনে বর্ণিত আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

রিপোর্ট প্রণয়ন ও সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ

- মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ নং- ০১

শিরোনাম ঃ জেনারেল সেলস এজেন্টস (GSA) এর নিকট হতে বিমানের টিকেট বিক্রির টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষতি ১০,৭৭,৮৮৭/৯৩ সৌদি রিয়াল বা বাংলাদেশী ২২৭.৩৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, এর ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব ১৮-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে রাজস্ব (সাধারণ) শাখার রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় উক্ত টাকার ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- GSA (General sales Agent) Agreement এর Schedule of General Provisions এর clause-10 (Accounts) এ উল্লেখ রয়েছে, The General Sales Agents submit the statement of accounts as at the end of each month in a form prescribed by BIMAN by the 15^{th} of the month following and the settlement of the accounts shall be made within 30 days following the close of month to which it refers unless otherwise mutually agreed.
- GSA এগ্রিমেন্টের উক্ত শর্তানুযায়ী জেদ্দা BSP (Billing and settlement Plan) (লোকেশন-৬২১) অফিসের ACE (ট্রাভেল এজেন্ট এর নাম) জিএসএ কর্তৃক ০৮-০৬-২০১২ হতে ০৭-০৭-২০১২ তারিখের টিকেট বিক্রি বাবদ ১২৭৮৯৮৯.৫২ সৌদি রিয়াল আদায় করে বিমানের হিসাবে জমা প্রদান করেনি। পরবর্তীতে বিমান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জিএসএ এর ব্যাংক গ্যারান্টি বাবদ ২০১১০১.৫৯ সৌদি রিয়াল সমন্বয় করার পর অবশিষ্ট (১২৭৮৯৮৯.৫২-২০১১০১.৫৯) = ১০৭৭৮৮৭.৯৩ সৌদি রিয়াল বাংলাদেশী (১০৭৭৮৮৭.৯৩X ২১.০৯২) = ২২৭৩৪৮১২.২২ টাকা অদ্যাবধি বিমানের হিসাবে জমা প্রদান না করায় বিমানের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- উক্ত অনাদায়ী অর্থ আদায়/ জমা প্রদানের জন্য জিএসএ মেসার্স এসিই রিয়াদকে জোড় তাগাদা প্রদান অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়, কেননা সংশ্লিষ্ট GSA কর্তৃক এগ্রিমেন্টের শর্তানুযায়ী টিকিট বিক্রির টাকা বিমানের হিসাবে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক জবাব না পাওয়ায় ০৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৪-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে উল্লেখ করা হয় যে উক্ত অনাদায়ী অর্থ প্রাপ্তির পর নিরীক্ষাকে জানানো হবে। জবাব অনুযায়ী অনাদায়ী অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণের জন্য ০৫-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত টাকা অতি সত্ত্বর বিমানের হিসাবে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ০২

শিরোনাম ঃ সেবামূলক খাতে "বিবিধ" সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতাদের নিকট হতে ১৫% হারে ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৭৪৩৪.৭৭ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব ১৮-০২-২০১৪ খ্রি তারিখ হতে ৩০-০৬-২০১৪ খ্রি তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে জিএসই, জিএইচসি, প্রকৌশলী ও কার্গো বিভাগের রাজস্ব আদায় রেজিষ্টার, ইনভয়েস ও অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় উক্ত টাকার রাজস্ব ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়।

অনিয়মের কারণ ঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিপত্র নং- ০৮.০১.০০০০.৬৮.০১৬.০০৩.১২. ৪৫৬ তারিখঃ ০৭-০৬-২০১২ খ্রিঃ প্রজ্ঞাপনে সংশ্লিষ্ট সেবা কোডের আওতায় সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সেবা ছাড়াও "বিবিধ সেবা" (কোড এস ০৯৯.০০) শিরোনামের বিপরীতে প্রজ্ঞাপন সংজ্ঞায়িত করা হয়নি এমন সকল সেবাকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে বর্ণিত পরিস্থিতিতে উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুসরণ করে ব্যবসা, পেশা, বৃত্তি বা জীবিকা উর্পাজনের উপায় বা উদ্যোগ হিসাবে পরিচালিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমে যেখানে সেবার বিনিময়ে পন্য বা মূল্য অর্জিত হয় সেগুলোকে সেবা হিসাবে গণ্য করে "বিবিধ" সেবার আওতায় ১৫% হারে মূসক আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- বিমানের গ্রাউন্ড সার্ভিস ইকুপমেন্ট ও প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন এয়ারলাইন্স কে অর্থের বিনিময়ে সেবা প্রদান এবং কার্গো বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন আমদানীকারক ও রপ্তানীকারকদের মালামাল বিমানে উঠা নামার জন্য হ্যান্ডলিং সহ অন্যান্য সেবা প্রদান করা হলেও উক্ত পরিপত্র অনুযায়ী সেবা গ্রহীতাদের নিকট হতে ১৫% হারে মূসক আদায় না করায় সরকারের ৭৪,৩৪,৭৬,৯২৬ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট -"০১" তে দেয়া হলো)** ।
- উল্লেখ যে,কার্গো বিভাগ কর্তৃক আমদানীকারকগণ ফ্রি টাইমের মধ্যে মালামাল বিমানের ওয়ার হাউস থেকে ছাড় না করা হলে শুধুমাত্র ওয়ারফেজ (Wharfage) উপর ১৫% হারে মূসক আদায় করে থাকে।
- বিভিন্ন এয়ার লাইন্স এর সহিত সম্পাদিত চুক্তিপত্রে সরকারি ট্যাক্স ও ভ্যাট (প্রযোজ্য হলে) সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায়ের শর্ত রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মূল্য সংযোজন আইন, ১৯৯১ এবং Customs Act, 1969 এর Section 24 মোতাবেক বিদেশগামী কোন যানবাহনে বাহিরে ভোগের জন্য কোন পন্য বা সেবা প্রদান করা হলে শূন্য হারে ভ্যাট আরোপিত, তাই বিদেশগামী জাহাজে খাদ্য ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর আদায় প্রযোজ্য হবেনা ।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নহে, উক্ত আইন অনুযায়ী বিদেশগামী কোন যানবাহনে বাহিরে ভোগের জন্য পণ্য সরবরাহ করা হলে ভ্যাট প্রযোজ্য নহে। অর্থাৎ খাবার সরবরাহের ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য নহে কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে "বিবিধ" সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ হ্যান্ডলিং, কেবিন ড্রেসিং, ইকুপমেন্ট স্টোরেজ ও লিলেন হ্যান্ডলিং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী সেবা গ্রহীতার নিকট হতে ১৫% হারে ভ্যাট আদায়যোগ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক জবাব না পাওয়ায় ০৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৪-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে উল্লেখ করা হয় যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ কার্গো কমপ্লেক্সে (আমদানী) বিমানে আগত পন্যের উপর নির্ধারিত হারে এন্ট্রি ফি আদায় করে থাকে এবং ফর্ক লিফট ব্যবহার করে যে চার্জ আদায় করে থাকে তা বিমানের আয় বিধায় ভ্যাট প্রযোজ্য হবেনা। জবাব যথাযথ না হওয়ায় আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ পুনঃ জবাব প্রেরণের জন্য ০৫-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত ক্ষতির টাকা দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে সত্ত্বর আদায় করে সরকারি খাতে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৩

শিরোনামঃ শর্তানুযায়ী ইজারাদার কর্তৃক প্রিমিয়িাম প্রদান না করায় মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে সুদসহ ৪১৬.৯৬ লক্ষ (চার কোটি ষোল লক্ষ ছিয়ান্নব্বই হাজার ষাট) টাকা অনাদায়ে আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

পর্যটন মোটেল, সিলেট এর ২০০১-০২ হতে ২০১২-১৩ সালের হিসাব ১৬-১২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৬-১২-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা কালে মামলা সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ইজারার শর্তানুযায়ী টাকা প্রদান না করায় মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে সুদসহ ৪,১৬,৯৬,০৬০ (চার কোটি ষোল লক্ষ ছিয়ান্নব্বই হাজার ষাট) টাকা অনাদায়ে আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, সিলেট মোটেলটি বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য বিগত ২৩-০২-২০০৪ খ্রিঃ তারিখ মেসার্স সিলেট শিশু পার্ক লিঃ নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে বার্ষিক ৪৭,০০,০০০ টাকা প্রিমিয়াম ১৫ বছর মেয়াদী লীজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী প্রতি বছরের প্রিমিয়াম এককালীন পরিশোধের শর্ত থাকলেও উক্ত প্রতিষ্ঠান ২য় ও ৩য় বছরের প্রিমিয়াম কয়েক কিস্তিতে পরিশোধ করে এবং পরবর্তীতে ৪র্থ (২০০৭), ৫ম (২০০৮) ও ৬ষ্ঠ (২০০৯) কিস্তির বার্ষিক প্রিমিয়াম বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে পরিশোধ থেকে সম্পূর্ন বিরত থাকে।
- বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, পরিচালনা পর্ষদের ১৯-০৪-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের ৩৫৬ তম সভার সিদ্বান্ত মোতাবেক মেসার্স সিলেট শিশু পার্ক লিঃ, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন তথা সরকারী পাওনা টাকা পরিশোধের বিষয়ে সময়ক্ষেপন করার মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্তাদি ভঙ্গ করায় সিলেট মোটেলের দখল পরিচালনার দায়িত্ব বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ফিরিয়ে আনা এবং মেসার্স সিলেট শিশু পার্ক লিঃ এর নিকট হতে পাওনা আদায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের সিদ্বান্ত গৃহীত হয়।
- পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিগত ০৩-০৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেটের উপস্থিতিতে মোটেলটির দখল বুঝে নেয়া হয়।
- বকেয়া বার্ষিক প্রিমিয়াম, ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য আনুষাংগিক পাওনা থেকে জামানতের টাকা বাদ দিয়ে মোট ৪,৫১,০৭,২৬৮ টাকা লীজ গ্রহীতার নিকট হতে আদায়ের নিমিত্তে ৩০-০৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মামলা নং-১৩/২০০৯ এর মাধ্যমে মাননীয় যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালত, সিলেট -এ মামলা দায়ের করা হয়।
- উক্ত মামলার প্রেক্ষিতে বিগত ২৫-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় আদালত ৩,০২,১৪,৫৩৬ টাকা এবং উহার উপর মামলা দায়েরের তারিখ হতে পরিশোধ অবধি ৯.৫% হারে সরল বার্ষিক লভ্যাংশ প্রাপ্ত হইবেন মর্মে ডিক্রি প্রদান করেন।
- মামলা দায়েরের তারিখ ৩০-০৭-২০০৯ হতে ৩০-০৭-২০১৩ পর্যন্ত ৪ বৎসরে মামলার রায় অনুযায়ী ৩,০২,১৪,৫৩৬ টাকার ৯.৫% (৩,০২,১৪,৫৩৬ এর ৯.৫% × ৪ বছর) = ১,১৪,৮১,৫২৪ টাকা লভ্যাংশ সহ মোট আদায়যোগ্য (৩,০২,১৪,৫৩৬ + ১,১৪,৮১,৫২৪) = ৪,১৬,৯৬,০৬০ টাকা।
- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত কোন টাকাই আদায় করা সম্ভব হয়নি। যার ফলে উল্লেখিত অর্থ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হিসাবে বিবেচিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- দায়েরকৃত মামলা অনুযায়ী অনাদায়ী টাকা আদায়ের ব্যবস্থা নিয়ে উহার অগ্রগতি নিরীক্ষা দপ্তরকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- আপত্তিতে বর্ণিত টাকা সত্তর আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক জবাব না পাওয়ায় ২২-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে উল্লেখ করা হয় অর্থ আদায়ের নিমিত্তে মামলা দায়ের করা হয়েছে। জবাব যথাযথ না হওয়ায় দ্রুত মামলা নিস্পত্তি ও আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ পুনঃ জবাব প্রেরণের জন্য ০১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আদালতের ডিক্রি অনুযায়ী অনাদায়ী টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ নং- ০৪

শিরোনাম ঃ অনিয়মিতভাবে ব্যক্তি বিশেষকে ঋণ সুবিধা প্রদানে ক্ষতি ৫০.০০ লক্ষ টাকা ।

বিবরণ ঃ

আদমজী সঙ্গ লিঃ, মতিঝিল বা/এ ঢাকা এর ২০১১-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব ২২-১২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৮-০১-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

অনিয়মের কারণ ঃ

- আদমজী সঙ্গ লিঃ এর নিজস্ব তহবিল হতে মেজর জেনারেল হুমায়ুন খালেদ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) কে ব্যক্তিগত ঋণ হিসাবে ৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- আলোচ্য টাকা পরিশোধের নিমিত্তে আদমজী সঙ্গ লিঃ এর পক্ষে জনাব মেসবাহ উদ্দীন আহমাদ, উপ-মহাব্যবস্থাপক এবং মেজর জেনারেল হুমায়ুন খালেদ, চেয়ারম্যান, বিজেএমসি এর মধ্যে ১৫০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি ঋণ চুক্তিনামা প্রস্তুত করা হয়েছে।
- চুক্তিনামার 'খ' নং শর্ত অনুযায়ী ৩১শে ডিসেম্বর-২০১৩ এর মধ্যে সমুদয় টাকা আদমজী সঙ্গ লিঃ-কে ফেরত প্রদানের কথা থাকলেও নিরীক্ষা চলাকালীন পর্যন্ত কোন টাকাই পরিশোধ করা হয়নি।
- আদমজী সঙ্গ লিঃ-এর নিজস্ব তহবিলের অর্থ ঋণ হিসাবে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করার কোন নিয়ম নেই। তাছাড়া এক প্রতিষ্ঠানের অর্থ অন্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে প্রদানের কোন বিধান রাখা হয়নি। সুতারং আলোচ্য অর্থ প্রদান সম্পূর্ণ অনিয়মিত ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, নোটাংশ-২ এ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আলোচ্য ঋণের জন্য গ্যারান্টি ও ব্যক্তিগত বন্ড নিয়ে টাকা দিতে হবে বলা থাকলেও তার কোন ডকুমেন্টস না নিয়েই সমুদয় টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বিজেএমসি চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল হুমায়ুন খালেদের আবেদনের ভিত্তিতে আদমজী সঙ্গ লিঃ এর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ৫০.০০ লক্ষ টাকা ঋণদান মঞ্জুর করেন। ঋণ চুক্তিনামা মতে, জনাব খালেদের ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ঋণ পরিশোধের কথা। ইতোমধ্যে জনাব খালেদ ঋণ পরিশোধের সময়সীমা অতিরিক্ত ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধির আবেদন করেছেন। আবেদনপত্রের বিষয়ে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত যথা সময়ে বাণিজ্যিক অডিটকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- স্থানীয় অফিসের জবাবে আপত্তির সত্যতা স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ জনাব হুমায়ূন খালেদকে অনিয়মিতভাবে ৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। যা সরকারী বিধি-বিধানের পরিপন্থী।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৭-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২০-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৮-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জবাবে গৃহ নির্মাণ সুদের হার কিসের ভিত্তিতে, কত হারে এবং প্রদেয় সুদের পরিমান কত হবে সে সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণ করার জন্য অত্র কার্যালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালায় উল্লিখিত সুদের হার প্রয়োগ করে প্রযোজ্য সুদ বাবদ টাকা আদায় করে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব প্রেরণের জন্য ১৯-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অনিয়মিতভাবে আলোচ্য টাকা প্রদানের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ প্রদানকৃত অর্থ সুদাসলে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৫

শিরোনাম ঃ অনিয়মিতভাবে ব্যক্তি বিশেষে ঋণ প্রদানের ফলে অনাদায়ী রয়েছে ২৫.০০ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

আদমজী সন্স লিঃ, মতিঝিল বা/এ ঢাকা এর ২০১১-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব ২২-১২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৮-০১-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বুক, বিল ভাউচার, নথি, ব্যাংক বিবরণী, চূড়ান্ত হিসাব ও অন্যান্য আনুসাংগিক রেকর্ডপত্রে দেখা যায় যে,

অনিয়মের কারণ ঃ

- আদমজী সন্স লিঃ এর নিজস্ব তহবিল হতে বেগম আসমা খাতুন মনিকে বিগত ০৭-০৪-২০১১ খ্রিঃ তারিখে চেক নং ৩২২১৬৬৮ এর মাধ্যমে ১৫ লক্ষ টাকা এবং বিগত ১৩-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে চেক নং ৪৮৫৮৭১২ এর মাধ্যমে ১০.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ২৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বা ধার প্রদান করা হয়।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, জনাব আসমা খাতুন মনি এর ০৪-০৪-২০১১ খ্রিঃ ও ১৪-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখে আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যবসায়িক কাজের জন্য ধার/ঋণের লক্ষ্যে টাকা প্রদান করা হয় এবং একটি ঋণ চুক্তিপত্র তৈরী করা হয়। চুক্তিপত্রের অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী ২৫ লক্ষ টাকার জুট ব্যাগের বিল পাওয়ার পরেই এককালীন সমুদয় টাকা পরিশোধ করার কথা। কিন্তু ধার/ঋণ প্রদানের দীর্ঘদিন পরও কোন টাকা আদায় করা সম্ভব হয়নি। তথাপি ৩০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ চূড়ান্ত হিসাবের খাতে আসমা খাতুন মনি এর নামে ২৫.০০ লক্ষ টাকা অনাদায়ী হিসাবে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ কোন প্রকার সুদ আরোপ করা হয়নি।
- উল্লেখ্য আদমজী সন্স লিঃ এর নিজস্ব অর্থ ঋণ প্রদানের নামে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদানের বিধান না থাকা সত্ত্বেও তা করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সূচিলীর প্রোপাইটার জনাব আসমা খাতুন মনি কে আদমজী সন্স লিঃ-এর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ২৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। আদমজী সন্স লিঃ এর সাথে সম্পাদিত একটি ঋণ চুক্তি পত্রের মাধ্যমে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা আদমজী সন্স লিঃ কোন অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান নয়। সুতরাং কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে ধার/ ঋণ দেয়ার কোন অবকাশ নেই।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৭-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২০-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ০২-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ এর মন্ত্রণালয়ের জবাবে টাকা আদায়ের কার্যক্রম চলমান থাকায় আপত্তিটি বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত না করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। জবাব যথাযথ না হওয়ায় দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায়/ সমন্বয় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য ০৩-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ অনিয়মিতভাবে আদমজী সন্স লিঃ এর পরিশোধিত অর্থ সুদাসলে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৬

শিরোনামঃ মেসার্স ন্যাচার ব্যাক এর নিকট হতে লীজ চুক্তি মোতাবেক লীজকালীন মিলের বকেয়া পাওনা আদায় না করায় সংস্থার ক্ষতি ৪৬৯.৪২ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

এম এম জুট মিলস লিমিটেড, বাঁশবাড়িয়া, চট্টগ্রাম এর ২০১১-১৩ সালের হিসাব ০৮-০৫-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৮-০৫-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মিলের ভাড়া আদায় সংক্রান্ত নথি, হিসাবের বিবরণী ও লীজ গ্রহীতা মেসার্স ন্যাচার ব্যাক এর সহিত পত্র যোগাযোগ হতে পরিলক্ষিত হয় যে,মেসার্স ন্যাচার ব্যাক এর নিকট হতে লীজ চুক্তি মোতাবেক লীজকালীন মিলের বকেয়া পাওনা আদায় না করায় সংস্থার ক্ষতি ৪,৬৯,৪১,৮১৯ টাকা **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০২" তে দেয়া হলো)**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- বিজেএমসি এবং নেচার ব্যাক এর মধ্যে সম্পাদিত ভাড়া চুক্তির মাধ্যমে এম এম জুট মিল ০১-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে মাসিক ভাড়ার হার ১০,৫১,১৫১ টাকায় ইজারা প্রদান করা হয় । চুক্তিপত্রের (খ) অনুচ্ছেদের ০২ ধারা অনুযায়ী প্রতি মাসের প্রথম ০৭ কর্ম দিবসের মধ্যে বিজেএমসির অনুকুলে ডিমান্ড ড্রাফট/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে ভাড়া পরিশোধ করা হবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে বর্ণিত ইজারা মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী সর্বোচ্চ ৩ মাসে মধ্যে ১৫% সুদ সহ পরিশোধ করতে হবে।
- লীজ চুক্তি নামার শর্তানুযায়ী ইজারা গ্রহণকারীর নিকট হতে ভাড়া বাবদ পাওনা সর্বমোট ৪,৬৯,৪১,৮১৯ টাকা আদায় না করায় মিলের আর্থিক ক্ষতি।
- উল্লেখ্য যে, গত ১৯-০৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে বিজেএমসি এবং ন্যাচার ব্যাক এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সহযোগীতা চুক্তির আওতায় এম এম জুট মিলস, ০১-০৭-২০০৭ খ্রিঃ হতে ৩১-০৭-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত যৌথ সহযোগীতার আওতায় পরিচালিত হয়েছিল।
- পরবর্তীতে, সরকারী সিদ্ধান্ত ও অনুমোদনক্রমে এম এম জুট মিলস লিঃ এর পক্ষে বিজেএমসি এবং নেচার ব্যাক এর মধ্যে ৩০-০৭-২০০৮ তারিখে সম্পাদিত ভাড়া চুক্তি মোতাবেক ০১-০৮-২০০৮ খ্রিঃ হইতে ৩১-০৭-২০১০ খ্রিঃ পর্যন্ত ন্যাচার ব্যাক কর্তৃক এম এম জুট মিলটি পরিচালিত হয়েছিল। ন্যাচার ব্যাক এর পত্র নম্বর ৩৪৯, ২৪-০২-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে এম এম জুট মিল চুক্তির মেয়াদ পূর্তির পূর্বে বুঝে নেওয়ার জন্য পত্র প্রদান করে।
- ২৪-০২-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্রে লীজ চুক্তির মেয়াদ পুর্তির পূর্বেই মিলটি বিজেএমসির নিকট হস্তান্তর করার অনুরোধের প্রেক্ষিতে ইজারা গ্রহণকারী ন্যাচার ব্যাকের মনোনীত প্রতিনিধি এবং বিজেএমসির প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা প্রস্তুতকৃত যৌথ ইনভেন্টরী প্রতিবেদন অনুযায়ী মিলটি ০৮-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখে বিজেএমসির নিকট ফেরৎ প্রদান করে।
- মিলটি বিজেএমসির নিকট ফেরৎ প্রদান করা হলেও লীজ গ্রহীতা ন্যাচার ব্যাক লীজ বাবদ বিজেএমসির পাওনা ৪,৬৯,৪১,৮১৮.৭৫ টাকা পরিশোধ করেনি। ইজারা গ্রহণকারীর নিকট হতে ভাড়া বাবদ পাওনাদি আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- উক্ত টাকা পরিশোধের জন্য বিজেএমসির পত্র সুত্র নং- বিজেএমসি/বেকি/১০-০২/মিল লিজ/১০/২৫৫ তারিখ-২২-০৯-২০১০ সহ বহুবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও পাওনা পরিশোধ না করায় বিজেএমসি কর্তৃপক্ষ লীজ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স ন্যাচার ব্যাক এর বিরুদ্ধে ৫ম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে মানি মামলা দায়ের করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব যথাযথ নয়। লিজকালীন সময়ে ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা না নিয়ে ভাড়া আদায় ব্যতিত মিল ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার জন্য দায়-দয়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৭-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১১-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। ৩০-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর জবাবে বকেয়া পাওনা আদায়ের নিমিত্তে মানি স্যুট মামলাটি দ্রুত নিস্পত্তির কার্যকরী প্রদক্ষেপ গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করার কথা উল্লেখ করা হয়। জবাব যথাযথ না হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের সিদ্বান্ত অনুযায়ী মানি স্যুট মামলাটি দ্রুত নিস্পত্তির কার্যকরী প্রদক্ষেপ গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য ১৯-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রেরণ করা হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১১-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মামলার ফলাফলের ভিত্তিতে জড়িত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

খাদ্য মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ নং- ০৭

শিরোনাম ঃ এল,এস,ডি গাড়ফা বাজার কর্তৃক ৭৬৮.২২৪ মেঃটন খাদ্য শস্য আত্নসাৎ করায় এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এল,এস,ডি মোংলায় কার্যকালে ৬৭.১৯২ মেঃটন খাদ্য শস্য ঘাটতি হওয়ায় সরকারী মূল্যে ৫০৮.০৩ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বাগেরহাট এর নিয়ন্ত্রণাধীন এল,এস,ডি গাড়ফা বাজার, মোল্লাহাট এর ২০১১-২০১৩ খ্রিঃ এবং এল,এস,ডি মোংলা এর ২০১২-২০১৩ সালের হিসাব ০৩-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাধীন সময়ে তদন্ত প্রতিবেদন, খামাল কার্ড, পরিদর্শন বহি, গুদাম লেজার এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, এল,এস,ডি গাড়ফা বাজার কর্তৃক ৭৬৮.২২৪ মেঃটন খাদ্য শস্য আত্নসাৎ করায় এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এল,এস,ডি মোংলায় কার্যকালে ৬৭.১৯২ মেঃটন খাদ্য শস্য ঘাটতি হওয়ায় সরকারী মূল্যে ৫০৮.০৩ লক্ষ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- জনাব মিলন কুমার মন্ডল ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এল,এস,ডি গাড়ফা বাজার কর্তৃক ৭৬৮.২২৪ মেঃটন খাদ্য শস্য আত্নসাৎ করায় এবং জনাব শেখ নিজাম উদ্দিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এল,এস,ডি মোংলায় কার্যকালে ৬৭.১৯২ মেঃটন খাদ্য শস্য ঘাটতি হওয়ায় সরকারী মূল্যে দ্বিগুন হারে ৫,০৮,০৩,২৯৬ (পাঁচ কোটি আট লক্ষ তিন হাজার দুই শত ছিয়ান্নব্বই) টাকা আদায়যোগ্য **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "০৩/১ ও ০৩/২" তে দেয়া হ'ল)**।

এল,এস,ডি গাড়ফা বাজার ঃ

- জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বাগেরহাট এর নির্দেশ মোতাবেক উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মোল্লাহাট কর্তৃক ০৯-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মোল্লাহাট থানা বরাবর দাখিলকৃত সাধারণ ডাইরী নং ৩৫৯ তারিখ ০৯-০৯-২০১৩ খ্রিঃ এবং ১৯-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে দায়েরকৃত এজহারের উপর লিখিত মোল্লাহাট থানা মামলা নং ১৪ তারিখ ১৯-০৯-২০১৩ খ্রিঃ মোতাবেক দেখা যায় যে, জনাব মিলন কুমার মন্ডল উপ-খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গাড়ফা বাজার নবাগত সদ্য যোগদানকৃত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব এম এ জলিল এর নিকট খাদ্য গুদামের রক্ষিত মালামাল বুঝিয়ে না দিয়ে এবং দায়িত্বভার হস্তান্তর না করে ০৯-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সন্ধ্যা আনুমানিক ০৭.২০ টায় সময় গুদামের সরকারী বাসভবন হতে পালিয়ে যান। তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোল্লাহাটকে অবহিত করা হয় এবং তিনি গুদামটি সীলগালা করে দেন।
- অতপর যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে গঠিত কমিটি কর্তৃক ১০-০৯-২০১৩ তারিখে গুদামে রক্ষিত মালামালের যাচাই কাজ শুরু করা হয় এবং ১৭-০৯-২০১৩ তারিখে যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন করে ১৮-০৯-২০১৩ তারিখে ৬৫০ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট বরাবরে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ীদেখা যায়যে, গুদামে রক্ষিত খাদ্য শস্যের মধ্যে চাল ৪১৯.১০২মেঃ টনঃ, গম ১৩২.৩৯৮মেঃ টন ও ধান ১৩৭.২৭৪মেঃ টন ঘাটতি হয়েছে। যার সরকারী মূল্য ২,০৩,৭১,৪৮২.৬৯ টাকা। আসামী জনাব মিলন কুমার মন্ডল, গাড়ফা বাজার খাদ্য গুদামের সরকারী খাদ্য শস্য প্রতারনার মাধ্যমে অসাধুভাবে আত্মসাৎ করেছেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে এর জন্য তিনিই একমাত্র দায়ী। সরকারী মালামাল/ও আত্মসাৎকৃত মালামালের অর্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে এজাহারটি দাখিল করা হয়। এজাহার অনুযায়ী আত্মসাৎকৃত মালামালের সরকারী মূল্য (২,০৩,৭১,৪৮২.৬৯ x ২)=২,০৭,৪২,৯৬৫.৩৮ টাকা দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায়যোগ্য।

এল, এস, ডি মংলা ঃ

- জনাব শেখ নিজাম উদ্দিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এল,এস,ডি মংলায় কার্যকালে ৬৭.১৯২ মেঃ টন খাদ্য শস্য ঘাটতি হওয়ায় সরকারের ২২,০৬,২৯৬.১৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, যা দন্ডমূলক দ্বিগুন হারে ৪৪,১২,৫৯২ টাকা আদায়যোগ্য।

- জনাব শেখ নিজাম উদ্দিন ১৩-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখে এল,এস,ডি মোংলায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান করেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের স্মারক নং-২৯০৮ তারিখঃ ২৩-০৯-২০১৩ মোতাবেক জনাব শেখ নিজাম উদ্দিনকে খুলনা সি,এস,ডিতে বদলী করা হয় এবং জনাব মোঃ আমিন উদ্দিন মোড়লকে এল,এস,ডি মোংলায়

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে বদলী করা ১৩-০৭-২০১০খ্রিঃ হতে ২৩-০৯-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিয়োজিত ছিলেন। যাচাই কমিটি কর্তৃক পরিশিষ্টের বর্ণনা অনুযায়ী ৪৪,১২,৫৯২ টাকার চাল ও গম ঘাটতি পাওয়া যায়। ২টি গুদামে সর্বমোট ঘাটতির পরিমান (৪,৬৩,৯০,৭০৪ + ৪৪,১২,৫৯২) টাকা =৫,০৮,০৩,২৯৬ টাকা।

- উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের যথাযথ মনিটরিং না করায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বিপুল পরিমান খাদ্য শস্য আত্মসাৎ করা সহজ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকও দায়ী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দুইজন এবং চারজন দারোয়ানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। বিভাগীয় মামলা দায়ের করার জন্য অভিযোগ পত্র দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং না থাকা, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ কর্মস্থলে নিয়মিত না থাকা এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ দীর্ঘদিন একই কর্মস্থলে কর্মরত থাকায় বিপুল পরিমান খাদ্য শস্য আত্মসাৎ করা সহজ হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৫-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৫-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২২-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের জবাবে খুলনা জেলার বিশেষ জজ আদালতে মামলাটি বিচারাধীন আছে বলে উল্লেখ করা হয়। জবাব যথাযথ না হওয়ায় মামলার নিবিড় পর্যবেক্ষণ পূর্বক সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ পুনঃজবাব প্রদানের জন্য ১২-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বিভাগীয় তদন্ত পূর্বক দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতি জনিত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৮

শিরোনামঃ গুদাম ঘাটতি ৯৮.৩৪২ মেঃ টন খাদশস্যের (চাল ও গম) মূল্য দন্ড হারে আদায় না করায় ক্ষতি ৬৬.৮৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

স্থানীয় খাদ্য গুদাম (এলএসডি), লংগুদু, রাংগামাটি পার্বত্যজেলা এর ২০১০-১৩ সালের হিসাব ১৭-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০-০৬-১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে গুদাম লেজার, সেন্ট্রাল লেজার, গুদাম ঘাটতি রেজিষ্টার, বাস্তব যাচাই প্রতিবেদন ও তদন্ত সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গুদাম ঘাটতি ৯৮.৩৪২ মেঃ টন খাদশস্যের (চাল ও গম) মূল্য দন্ড হারে আদায় না করায় ক্ষতি ৬৬.৮৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- গুদামে মজুদকৃত খাদ্যশস্য চাল ৯৮.১৩৪ মি.টন ও গম ০.২০৮ মে.টন ঘাটতির মূল্য বাবদ ৩৩,৪২,৬৫৫.৩৯ টাকা একক হারে আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে, যা দন্ডমূলক দ্বিগুন হারে ৬৬,৮৫,৩১৪ (ছিষট্টি লক্ষ পঁচাশি হাজার তিন শত চৌদ্দ) টাকা আদায়যোগ্য। **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট '০৪' তে দেয়া হলো)।**
- খাদ্য বিভাগ, খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের ০৪/০৪/১২ তারিখের পত্র নং ৩.০০.০০০.০৫৮.০১. ০০৭. ২০১১. ২১(৭) এর নির্দেশনা অনুযায়ী খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট হতে ঘাটতি খাদ্যশস্যের মূল্য দন্ডমূলক দ্বিগুন হারে আদায়যোগ্য।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, খামাল নং-৩৪/৪৭৯৫৯৮ এ ইনভয়েসসুত্রে প্রাপ্ত মোট ২৪৫২ বস্তায় মোট মজুদ চাল ১২১.৩৬১ মেঃ টন। মজুদকৃত চালের খামাল হতে কোন চাল বিলি/ বিতরণ করা হয়নি। উক্ত খামালের চাল ১০০% ওজনে ২৩৭৯ বস্তায় ১১৭.৭৮১ মেঃটন পাওয়া যায়। ফলে ৭৩ বস্তায় ৩.৫৮০ মেঃ টন ঘাটতি হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক উক্ত ঘাটতি খাদ্যশস্য চাল খামাল নং-৪২/৪৯৪৫৭৮ এ স্থানান্তর করা হয়।
- অনুরূপভাবে খামাল নং-পি-৩৫/৪৯৪৫৭১ এ ইনভয়েসসূত্রে প্রাপ্ত মজুদ চাল ১৭১৬ বস্তায় মোট মজুদ ৮৪.৯০১ মেঃ টন। কিন্তু বাস্তবে খামালে পাওয়া যায় ২১৫ বস্তায় ১০.৬৩৮ মেঃ টন। ফলে ১৫০১ বস্তায় ৭৪.২৬৩ মেঃ টন ঘাটতি পাওয়া যায়।
- খামাল নং-৩৬/৪৯৪৫৭২এ ইনভয়েসসূত্রে প্রাপ্ত মজুদ আতপ চাল ১৫৪৬ বস্তায় ৭৬.৯১২ মে.টন। খামাল কার্ড অনুযায়ী ৬৪.৬৮৮মেঃ টন বিলি করা হয়। বাস্তব যাচাইয়ে খামাল নং- ৩৬/৪৯৪৫৭২এ ২২৫ বস্তায় ১২.২২৪মেঃ টন ঘাটতি পাওয়া যায়।
- খামাল নং-৩৭/৪৯৪৫৭৩ এ ইনভয়েসসূত্রে প্রাপ্ত প্রকৃত মজুদ আতপ চাল ৪৪৭ বস্তায় মোট মজুদ ২১.৯৭৫ মেঃ টন। বিলি/বিতরণ করা হয়েছে ২৯৪ বস্তায় ১৪.৪৭৫ মেঃ টন। অবশিষ্ট ১৫৩ বস্তায় (২১.৯৭৫-১৪.৪৭৫) = ৭.৫০০ মেঃ টন চাল খামালে পাওয়া যায়নি। ফলে ৭.৫০০ মেঃ টন মজুদ ঘাটতি তদন্ত কমিটি কর্তৃক ০৬-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে নিশ্চিত করা হয়।
- পরিশিষ্টের বর্ণনা অনুযায়ী ৯৮.১৩৪ মেঃ টন চালের মূল্য বাবদ ক্ষতি(দিগুণ হারে) ৬৬,৭৩,৮৮০ টাকা এবং ০.২০৮ মেঃ টন গমের মূল্য বাবদ ক্ষতি ১১,৪৩৪ টাকা সর্বমোট ক্ষতি (৬৬,৭৩,৮৮০+১১,৪৩৪)=৬৬,৮৫,৩১৪ টাকা যা অনিয়ম ও সীমাতিরিক্ত।
- অনিয়মিত ও ভূয়া বিলি/ বিতরণ দেখিয়ে খাদ্যশস্য গুদাম থেকে বের করে দেয়া হয়েছে বিধায় বর্ণিত ঘাটতি খাদ্যশস্য আত্নসাৎ হিসেবে গণ্য।
- উক্ত ঘাটতির জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব দেবাশীষ চৌধুরী, খাদ্য পরিদর্শক দায়ী।
- উল্লেখিত খাদ্যশস্য ঘাটতির সময়ে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর ১৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের স্বাক্ষরিত পাক্ষিক প্রতিবেদনে ঘাটতির বিষয়ে কোন তথ্য উল্লেখ ছিল না। উক্ত সময়ে জনাব বিদর্শী চাকমা, উখানি, লংগুদু, রাংগামাটি কার্যালয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- আপত্তিকৃত ঘাটতির বিষয়ে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, লংগদু কর্তৃক থানায় এজাহার করা হয়। পরবর্তীতে দুদক ও বিভাগীয় তদন্ত কমিটি কর্তৃক তদন্ত করা হয়। বর্তমানে বিভাগীয় মামলা প্রক্রিয়াধীন।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ঘাটতি খাদ্যশস্যের বিষয়ে প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক মামলার কার্যক্রম নিবিড় তদারকি ও জোরদার করে ঘাটতি খাদ্যশস্যের টাকা দন্ড হারে সত্তর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৫—

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৬-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১১-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ ঘাটতিকৃত খাদ্যশস্যের অর্থ আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ নং- ০৯

শিরোনামঃ ঘাটতি/বাতিল মালামালের ক্ষতিপূরণ সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৪৮.৫৩ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোঃ লিঃ, তেজগাঁও, ঢাকা এর ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরের হিসাব ২৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০২-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে লেজার, ইনভয়েজ, চুক্তিপত্র, টেন্ডার ডকুমেন্ট , বিও.কিউ, কোম্পানীর ষ্টোর লেজার, স্টেটমেন্ট অব ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন, মালামাল ঘাটতির সিডিউল ইত্যাদি যাচাই করে পরিলক্ষিত হয় যে, ঘাটতি /বাতিল মালামালের ক্ষতিপূরণ সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৪৮.৫৩ লক্ষ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৫/১ ও ৫/২" তে দেয়া হল)।

অনিয়মের কারণ ঃ

ক) প্রিন্ট্রেট এলুমোনিয়াম ফয়েল ফর ওরস্যালাইন সরবরাহের জন্য Principal : M/S Eastern Vally Co. Limited, Korea, Local Agent M/S Nest International (Ptc) Limited, Dhaka এর অনুকূলে L/C No. 167912010214 dt. 18/10/12 and L/C No. 167912010231 dt.29/11/12 খোলা হয়। এ আলোকে লোকাল এজেন্ট মেসার্স নেষ্ট ইন্টরন্যাশনাল (প্রাঃ) লিমিটেড এর সাথে দুইটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়। যার চুক্তি নং এস.ই.এম. ৩৭৭৬ তাং ২৬/১১/২০১২ ও এস.ই.এম. ৩৭৬৮ তাং ১৭/১০/২০১২খ্রিঃ এবং চুক্তি মুল্য (৩,১৯,৮০০ + ১,৫৯,৯০০) = ৪,৭৯,৭০০.০০ ইউ.এস.ডলার সমপরিমান (২,৬২,২৩,৫০০ + ১,৩১,৯১,৭৫০) = ৩,৯৪,১৫,২৫০ টাকা।

- এম. আর. আর ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে, এস.ই.এম. ৩৭৭৬ তাং ২৬-১১-২০১২ এর মাধ্যমে আমদানীকৃত ৫০৭৬৭ কেজি এলুমিনিয়াম ফয়েল ফর ওরস্যালাইন এর মধ্যে ১২১৬ কেজি এবং এস.ই.এম ৩৭৬৮ তাং ১৭-১০-২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আমদানীকৃত ২৬১১৪ কেজি এর মধ্যে ৬১৮ কেজিসহ মোট ১৮৩৪.২৬৫ কেজি (৬১৭.৯৩৭ + ১২১৬.৩২৮) মালামাল বাতিল/ ঘাটতি হিসাবে গন্য করা হয়। কিন্তু বাতিল/ঘাটতি মালামালের ক্ষতিপূরণ বাবদ ১১,৫৪,৭৪৫.০০ টাকা সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীর নিকট হতে অদ্যাবধি আদায় করা হয়নি।
- চুক্তিপত্র এর ১২নং শর্তানুসারে ঘাটতি/ক্রটিপূর্ণ মালামাল পাওয়া গেলে সরবরাহকারী কর্তৃক নিজস্ব খরচে ৩ মাসের মধ্যে পুনঃ স্থাপন করতে হবে। কিন্তু নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত ঘাটতি/ বাতিল মালামাল পুনঃস্থাপন করা হয়নি। ফলে বর্ণিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

খ) ২০০৩ সাল হতে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সময় কালে ইস্যুকৃত ৮টি পারচেজ অর্ডারের মাধ্যমে আমদানীকৃত বিভিন্ন মালামাল ইডিসিএল কর্তৃক নেয়ার পর মালামালে ঘাটতি পাওয়া যায়। ৮টি মালামালের ক্ষেত্রে ৪টির লোকাল এজেন্ট মেসার্স বেঙ্গল মার্কেটিং, ৩টির লোকাল এজেন্ট মেসার্স বিজনেস পয়েন্ট এবং ১টি মেসার্স নেষ্ট ইন্টারন্যাশনাল। বর্তমান নিরীক্ষাকালে মেসার্স বেঙ্গল মার্কেটিং এবং মেসার্স নেষ্ট ইন্টারন্যাশনালকে ই.ডি.সি.এল এর সাথে বর্তমান লেনদেন/ব্যবসা পরিচালনার প্রমান পাওয়া যায়। তথাপি ইডিসিএল কর্তৃপক্ষ তাদের নিকট হতে ঘাটতি মালামাল আদায়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ফলে ই.ডি.সি.এ.ল এর ৩৬,৯৭,৮৮৬.০০ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- সর্বমোট আদায়যোগ্য ক্ষতিপূরণ (১১,৫৪,৭৪৫+৩৬,৯৭,৮৮৬)=৪৮,৫২,৬৩১ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে তাগাদা দেওয়া হচ্ছে যা আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- অনাদায়ী আদায় না হওয়ায় বর্ণিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। কাজেই জবাব অনুসারে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১১-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২০-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- জড়িত অর্থ অতি সত্বর আদায় করা আবশ্যক।

শিল্প মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদঃ ১০।

শিরোনামঃ সরবরাহ না পাওয়া সত্ত্বেও ২৮২ মেঃ টন প্যারাফরমালডিহাইডের আমদানী মূল্য পরিশোধ করায় ক্ষতি ২৩৪.২৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

যমুনা ফার্টিলাইজার কোঃ লিঃ, তারাকান্দি, জামালপুর এর ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০২-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বৈদেশিক নথি নং-জেএফসিএল/পি এফ/ইউরিয়া/১২২৪ তারিখ: ২২-০৯-২০১২ তে সংরক্ষিত এতদ্সংক্রান্ত টেন্ডার ও বিবিধ ডকুমেন্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ১০০৮ মেট্রিক টন প্যারাফরমালডিহাইড আমদানীর নিমিত্তে আর্ন্তজাতিক দরপত্রের একমাত্র দরদাতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স আপন ইমপোর্ট সেন্টার, ঢাকা প্রিন্সিপ্যাল ভিকটোভো লিমিটেড, চায়না এর অনুকূলে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড নং-জেএফসিএল/এফসি/ইউরিয়া/১.২২৪/৫২৪ তারিখ: ১৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে মেসার্স আপন ইমপোর্ট সেন্টার, ঢাকা টেন্ডার ও নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড এর শর্তানুসারে পারফরমেন্স গ্যারান্টি হিসাবে চাহিদাকৃত ৬৯,৭০,০০০ টাকার পরিবর্তে ৭০ লক্ষ টাকা (ডিডি'র মাধ্যমে ৫০ লক্ষ এবং ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে ২০.০০ লক্ষ) জমা প্রদান করে। উক্ত পারফরমেন্স গ্যারান্টি পাওয়ার পর প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে ১০০৮ মেঃটন প্যারাফরমালডিহাইড সরবরাহের নিমিত্তে মোট ইউ এস ডলার ৮৭২১২১.৬০ মূল্যের ক্রয়াদেশ নং-জেএফসিএল/এফসি/ইউরিয়া/১.২১৪/সিটি-১২০৪/৬৬৩ তারিখ: ০১-০৪-২০১৩ খ্রিঃ প্রদান করা হয় এবং পরবর্তীতে Principal M/S Victovo Limited, China এর অনুকূলে এলসি নং-০০৯৩১৩০১০৭৭৭ তারিখ: ২২-০৪-২০১৩ খ্রিঃ খোলা হয়।
- অতঃপর সরবরাহকারী ১ম লটে ২৮২ মেঃটন প্যারাফরমালডিহাইড গত ২৪-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে চায়না হতে শিপমেন্ট করে এবং যা অত্র কারখানায় গত ২৮-০৯-২০১৩ খ্রিঃ ও ২৯-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পৌঁছে।
- নিয়মানুযায়ী উক্ত কনসাইনমেন্ট হতে নমুনা সংগ্রহপূর্বক কারখানার পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা যায়, প্যারাফরমালডিহাইডের কোন মূল উপাদান নাই অর্থাৎ ফরমালডিহাইডের পরিমাণ ০.০%। এক্ষেত্রে বিস্তারিত যাচাই এ দেখা যায়, বস্তার মারকিং ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সঠিক থাকলেও বস্তার মালামাল প্যারাফরমালডিহাইড নয়।
- চূড়ান্তভাবে আমদানীকৃত পণ্যটির সঠিকতা যাচাই এর জন্য স্থানীয় সরবরাহকারী মেসার্স আপন ইমপোর্ট সেন্টার, ঢাকা এর Authorised representative জনাব আবু বক্কর খান, PSI Agent Continental Inspection Co. ঢাকা এর প্রতিনিধি জনাব ফরহাদুজ্জামান গত ০৫-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে যমুনা ফার্টিলাইজারে আসেন এবং যৌথভাবে সরবরাহকৃত ২৮২মেঃ টন প্যারাফরমালডিহাইডের Inspection & Lab test করা হলে test অনুসারে ফরমালডিহাইডের পরিমাণ পূর্বের ন্যায় ০.০% পাওয়া যায়।
- তথাপি মূল্য বাবদ টাকা ১,৫৮,৭১,০০০ এবং অন্যান্য বাবদ টাকা ৪৮,৫৩,০০০ মোট টাকা ২,৩৪,২৪,০০০(দুই কোটি চৌত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা) ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- উল্লেখ্য, ক্রয়াদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানটি ইতিপূর্বে এ প্রতিষ্ঠানে কোন পণ্য সরবরাহে জড়িত ছিল না এবং বিসিআইসি'র আওতাধীন অন্যান্য ইউরিয়া ফ্যাক্টরীতে এ জাতীয় আইটেম সরবরাহ করেনি। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ না করে এত বিপুল অংকে ক্রয়াদেশ প্রদানের মাধ্যমে যমুনা ফার্টিলাইজার কোং লিঃ কে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানটির কোন অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যাচ্ছে না ফলে তদন্ত পূর্বক দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

অনিয়মের কারণঃ

- উক্ত আমদানীকৃত ২৮২ মেঃ টন প্যারাফরমালডিহাইড সম্পূর্ন ব্যবহার উপযোগী না হওয়া সত্ত্বেও উহার মূল্য বাবদ ইউ এস ডলার ২৩৬৮৮০ সমপরিমাণ বাংলাদেশী টাকায় ১,৮৫,৭১,০০০ টাকা এলসির মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। এছাড়া মালামাল ছাড় করে কারখানায় পৌছানোর জন্য কাস্টমস ডিউটি, ভ্যাট, বীমা এবং ট্রান্সপোর্ট বাবদ আরও ৪৮,৫৩,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ফলে সর্বমোট = (১৮৫৭১০০০+৪৮৫৩০০০)= ২,৩৪,২৪,০০০ টাকা কারখানার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

৬—

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, আপত্তিকৃত জড়িত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে চাইনিজ দূতাবাসে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে এবং আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৭-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। ২৪-০২-২০১৪ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব নিষ্পত্তিমূলক না হওয়ায় ০২-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয় এবং ২৭-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ৩৩৯তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এপিএম ইমপোর্ট সেন্টার, ঢাকা, প্রিন্সিপাল অফিস ভিকটোভো লিঃ এবং পিএসআই এজেন্ট কন্টিনেন্টাল ইন্সপেকশান কোং এর বিরুদ্ধে মানি স্যুট মামলা করা হয় এবং পাশাপাশি ফৌজদারী ৪২০/৪০৬ ধারায় প্রতারণার অভিযোগে মামলাসহ সংস্থার দেনা /পাওনা স্থগিতসহ কালো তালিকাভূক্ত করার নির্দেশ এর প্রেক্ষিতে আইনজীবি নিয়োগ করে মামলা রজু করা হয়েছে, যার নম্বর ২২ তারিখ ৩০-০৬-২০১৪খ্রিঃ। মামলার অগ্রগতি পরবর্তীতে নিরীক্ষাকে জানানো হবে।
- ১৫-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের জবাবের প্রতি উত্তরে মামলার নিবিড় তদারকিসহ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির অর্থ আদায় করে নিরীক্ষা অফিসকে জানাতে অনুরোধ করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিকৃত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ জড়িত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

অনুচ্ছেদঃ ১১।

শিরোনামঃ ক্লোরিন গ্যাস উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবে মার্কারী আমদানীর স্থলে সোডিয়াম সায়ানাইট সরবরাহ পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৫৮.২৭ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ (কেপিএম লিঃ) এর ২০১১-১৩ সনের হিসাব ১৬-০৫-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৯-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আমদানী সংক্রান্ত নথি, শিপিং ডকুমেন্ট, সার্ভে রিপোর্ট ও তৎসংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্রাদি যাচাইয়ান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ক্লোরিন গ্যাস উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবে মার্কারী আমদানী করা হলেও সোডিয়াম সায়ানাইট সরবরাহ নেয়া হয় ।
- ক্রয় আদেশ নং-৪৬১৪ তারিখ- ২৮-০৩-২০১৩ এর বিপরীতে ২০ প্লাক্স Mercury (Vergin) SS Maersk Viesbaden নামক জাহাজ যোগে কন্টেইনার নং MSKD 3311737 লোড করে সীল্ড অবস্থায় চীনের Xingang সমুদ্র বন্দর হতে শীপমেন্ট হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে আসে।
- ডেলিভারী এসাইনমেন্ট হিসাবে ১৬-১২-২০১৩ তারিখে বন্দরের ৩নং ইয়ার্ডে সীল সনাক্ত করে ইহা খোলার পর খালাস পর্যায়ে ইনভয়েসে ঘোষিত ২০ প্ল্যাক্স মারকারীর স্থলে ১৭ ড্রাম সোডিয়াম সায়ানাইট এবং ২২টি কাঠের খালি বাক্স সার্ভে রিপোর্টে (UIS/M-021/2013 Dt- 17-12-13) পাওয়া যায়।
- PSI রিপোর্ট সঠিক দেওয়ার পরও মালামাল বিনির্দেশ মত না পাওয়ায় ২১-১২-২০১৩ তারিখের পত্র নং-১৪৩৬ এর মাধ্যমে C&F Value, CD VAT, Demurrage বাবদ মোট ৭৪৩২০.৫০ USD ক্ষতিপূরণ দাবী করা হয়। একই দাবী সরবরাহকারীর স্থানীয় এজেন্ট মেসার্স মডার্ণ ট্রেডার্স এর নিকট ২১-১২-২০১৩ তারিখ এর পত্র নং-১৪৩৫ এর মাধ্যমে দাবী করা হলেও অদ্যাবধি ইহার কোন উত্তর পাওয়া যায়নি।

অনিয়মের কারণঃ

- বিনির্দেশ বর্হির্ভূত মালামালের মোট মূল্য ৫৮,২৬,৭২৭.০০ টাকা (৭৪৩২০.৫০ ডলার @ ৭৮.৪০০ হারে) পরিশোধের কারণে ক্ষতিটি সংঘটিত হয়েছে।
- যথাসময়ে মার্কারী সরবরাহ না পাওয়ার কারণে সিসি প্ল্যান্টে ক্লোরিণ গ্যাস উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় কাগজ উৎপাদন ব্যাহত হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, মালামাল বন্দরে সার্ভে কালে কন্টেইনারের ভিতরে মার্কারীর পরিবর্তে সোডিয়াম সায়ানাইড লেখা ১৭টি ড্রামে যার ভিতর পলিথিনসহ পাথর জাতীয় অপদ্রব্য এবং ২২টি খালি বাক্স পাওয়া যায়। বিষয়টি সরবরাহকারীকে অবহিত করে ক্ষতি পূরণ দাবী করা হয়। আশা করা যায়, তাদের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাবে আপত্তিটি স্বীকার করে নেয়া হয়েছে ।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০২-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। ০১-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব নিষ্পত্তিমূলক না হওয়ায় ০৪-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয় এবং ১৫-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বিসিআইসি ব্রাঞ্চ অফিস চট্টগ্রাম এবং কেপিএম বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক যৌথভাবে তাদের সামর্থের মধ্যে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব তা গ্রহণ করেছে। উক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করার পর সরবরাহকারী মেসার্স Fine Exim Corporation, Korea ক্ষতি প্রদানের ব্যাপারে নমনীয় হয়ে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পক্ষে পত্র প্রেরণ করে এবং আশা করা যায় যে, তাদের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে।
- ১০-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্ষতিপূরনের অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ আদায় করে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ কালোতালিকাভূক্ত করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ১২।

শিরোনামঃ উৎপাদিত ইউরিয়া সার বাল্ক গুদামে ঘাটতি প্রদর্শন করায় ৯৯৯.৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড, রাংগাদিয়া, চট্টগ্রাম এর ২০১১-১৩ সালের এমআইএস প্রতিবেদন, বিক্রয় প্রতিবেদন ও বাস্তব যাচাই প্রতিবেদন ০৮-০৪-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৭-০৬-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- উৎপাদিত ইউরিয়া সার বাল্ক গুদামে ৫৫৫২.৭৫০ মেঃ টন ঘাটতি হওয়ায় ৯,৯৯,৪৯,৫০০ টাকা ক্ষতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

- উৎপাদিত বাল্ক অথবা ব্যাগ ইউরিয়ার অনুমোদিত কোন ঘাটতি হার নেই অর্থাৎ যে পরিমান উৎপাদন হবে সে পরিমানই বিক্রয় করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ৫৫৫২.৭৫০ মেঃ টন বাল্ক বা খোলা ইউরিয়া সার ঘাটতি হিসাবভূক্ত করা হয়েছে, যার যথাযথ কারণ নথিতে পাওয়া যায় নাই।

অনিয়মের কারণঃ

- **উৎপাদিত ইউরিয়া সার বাল্ক গুদামে ঘাটতি প্রদর্শন করায় ৯,৯৯,৪৯,৫০০ (নয় কোটি নিরান্নব্বই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশত) টাকা ক্ষতি** (বিবরণ পরিশিষ্ট "০৬" এ দেখানো হ'ল)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, তদন্ত কমিটির সুপারিশকৃত প্রতিবেদনসহ বিস্তারিত জবাব পরে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- নিরীক্ষা চলাকালীন কর্তৃপক্ষ নিস্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করেন নাই।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। ২৩-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব নিস্পত্তিমূলক না হওয়ায় ০৪-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয় এবং ১৫-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, পদ্ধতিগত কারণে প্রসেস লস, গ্যাসের প্রেসারজনিত কারণে প্রসেসের অস্বাভাবিকতা সিস্টেমলস মেরিক স্কেলের বিডিং ঠিক না হওয়া ইত্যাদি কারণে সারের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।
- ১০-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে জানানো হয় যে, বাল্ক ইউরিয়া সার ঘাটতির জন্য দায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিকট থেকে ক্ষতির অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি। প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য আলোচ্য ঘাটতি উৎপাদন পরবর্তী পর্যায়ে সংঘটিত হয়েছে, উৎপাদন পর্যায়ে হয় নাই।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ঘাটতি ইউরিয়া সারের মূল্য বাবদ সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়
(চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)

মন্তব্য নং- ০১

শিরোনাম ঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ প্রধান কার্যালয়, কুর্মিটোলা ঢাকা এর ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরের চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, কুর্মিটোলা ঢাকা এর ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানে বোর্ড সভা কর্তৃক বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম)-কে যথাক্রমে ১২-০১-২০১২খ্রিঃ, স্মারক নং 77C/111(a)/2012-13/2013, ১০-০১-২০১৩খ্রিঃ, স্মারক নং ৩৬০, তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ০৫-১০-২০১৩ খ্রিঃ ও ১৫-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরের হিসাব পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ২৯-১২-২০১২ খ্রিঃ ও ৩০-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়ন এর পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

০১। আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রুটে পরিবহণ ক্ষমতা ও প্রকৃত পরিবহণের তুলনামূলক পরিসংখ্যান (**বিবরণী 'পরিশিষ্ট-১/১' তে দেয়া হলো**)। উক্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রাপ্তব্য নিট কিলোমিটার বৃদ্ধি পেলে ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে কম প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু কেবিন ফ্যাক্টর প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় ২০১১-১২ অর্থবছরে মালামাল পরিবহণ ২৬% হ্রাস পেয়েছে এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৪.৩৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া ফ্লাইট সংখ্যা এবং প্যাসেঞ্জার সংখ্যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ৫.১৯% ও ১.৭৩% বৃদ্ধি পেলেও ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা ২১.১৩% ও ৯.৭১% হ্রাস পায়। যাত্রী পরিহবণের ক্ষেত্রে কেবিন ফ্যাক্টর ১০০% অর্জিত না হওয়ার কারণ এবং ২০১১-১২ অর্থবছরের তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে ফ্লাইট সংখ্যা ও মোট প্যাসেঞ্জার সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণ জানানো আবশ্যক।

০২। আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান (**বিবরণী 'পরিশিষ্ট-১/২' তে দেয়া হলো**)। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় পরিচালনা ব্যয় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অপরিচালনা ব্যয় ২০১১-১২ অর্থবছরে সামান্য হ্রাস পেলেও ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পায়। যে কারণে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর নীট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যয় কমিয়ে নীট লাভ অর্জনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যক।

০৩। প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে Current Assets অংশে Stores & Spares খাতে ৩৩৩৫৭.৮৬ লক্ষ টাকার মধ্যে BPC বাবদ ২৪.৪৪ এবং Printing & stationery বাবদ ১০২.৬৮ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত খাতের মধ্যে ব্যবহার অযোগ্য মালামাল সমূহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত টাকা আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।

০৪। প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে Current Assets অংশে ব্যবসায়িক দেনাদার খাতে ২৬৭৮৯.৫৩ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। তন্মোধ্যে BBA তে ২৬৫৯১.৪৮ লক্ষ টাকা, BPC বাবদ ৭০৬.১১ লক্ষ টাকা BFCCতে ১৫৬৫৫.৮৯ লক্ষ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। যা অতিসত্ত্বর আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।

০৫। ৩০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে Current Assets অংশে অগ্রিম জমা ও পূর্ব পরিশোধ খাতে ১১২০০১.৮৮ লক্ষ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে। নিরাপত্তা জামানত ব্যতীত উক্ত টাকা আদায় সমন্বয়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

০৬। ১৯৭২-১৯৭৪ হতে ২০১১-২০১২ অর্থবছর পর্যন্ত মোট অনুচ্ছেদ সংখ্যা ১৫৯৯টি তন্মধ্যে মীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা ৯৬২টি, অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা ৬৩৭টি। অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ সমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক (**বিবরণী 'পরিশিষ্ট-১/৩' তে দেয়া হলো**)।

অডিটের সুপারিশঃ

- প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা সমূহ পরিহার করে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় হ্রাস করে এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সফল ও লাভ জনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্য সমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহন করা আবশ্যক।

মন্তব্য নং- ০২

শিরোনাম ঃ এম এম জুট মিলস্ লিমিটেড, বাঁশবাড়ীয়া, চট্টগ্রাম এর ২০১০-১১ অর্থ বছরের চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণঃ

এম এম জুট মিলস্ লিমিটেড, বাঁশবাড়ীয়া, চট্টগ্রামএর ২০১০-১১ অর্থ বছরের চূড়ান্ত হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম) কে ২৩-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেওয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ২৯-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির ২০১০-১১ অর্থ বছরের চূড়ান্ত হিসাব পরিচালনা পর্ষদ সভায় অনুমোদিত হয়নি। উক্ত নিরীক্ষিত চূড়ান্ত হিসাব সমূহ মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্ন লিখিত নিরীক্ষা মন্তব্য প্রদান করা হলো।

০১। বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োগের ২ বছর ৯ মাস ৬ দিন পর অডিটর রিপোর্ট দাখিল এবং চূড়ান্ত হিসাব পরিচালনা পর্ষদ সভায় অনুমোদন না নেয়ার কারণ অবহিতকরণ আবশ্যক।

০২। আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন সংক্রান্ত তুলনামূলক (**বিবরণী 'পরিশিষ্ট- ২/১' তে দেয়া হলো**)। উক্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০০৯-১০ অর্থ বছর পর্যন্ত মিলটি "ন্যাচার ব্যাক" নামক প্রতিষ্ঠানের নিকট লিজে পরিচালিত ছিল। ২০১০-১১ অর্থ বছরে স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধরণ করা ছিল না। ২০১০-১১ অর্থ বছরেপ্রকৃত তাঁত উৎপাদন ছিল ১৭২.৯৮ মেঃ টন। মিলটির অর্জন ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সঠিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতঃ উহা শতভাগ অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যক।

০৩। আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তুলনামূলক (**বিবরণী 'পরিশিষ্ট- ২/২' তে দেয়া হলো**)। উক্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০১০-১১ অর্থ বছরে কোন বিক্রয় হয়নি। বিক্রয় পরিব্যয় ৩২১.২১ লক্ষ টাকা এবং প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় ৩১.১৯ লক্ষ টাকা হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির ২০১০-১১ অর্থ বছরে পুঞ্জিভূত ক্ষতির পরিমাণ ৭৯৩০.৪৬ লক্ষ টাকায় উপনীত হয়েছে। ব্যয় নিয়ন্ত্রণযোগ্য আইটেম সমূহের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ পূর্বক বিক্রয় ও বিবিধ আয় বৃদ্ধি করে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যক।

০৪। ৩০-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখের তারিখের স্থিতিপত্রের চলতি সম্পদ অংশে মজুদ ও ভান্ডার খাতে ৩৪২.৩৮ লক্ষ টাকার মালামাল প্রদর্শিত হয়েছে। তন্মধ্যে Store & Spares উপখাতে ৫৫.৬০ লক্ষ টাকার মালামাল, Stock of Raw Juteউপখাতে ২৬.৩৭ লক্ষ টাকার মালামাল, Stock of Finished Goods উপখাতে ১৬৩.২০ লক্ষ টাকার মালামাল এবং Store-in-Transit উপখাতে ১৫.৭৮ লক্ষ টাকার মালামাল প্রদর্শিত হয়েছে। Stores & Spares উপখাতে প্রদর্শিত মালামালের বছর ভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রদান এবং Store-in-Transit উপখাতের মালামাল ভান্ডারজাত করাসহ উল্লেখিত মজুদ মালামাল বিক্রয়ের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

০৫। প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রের Current Asset অংশে ব্যবসায়িক দেনাদার খাতে ১২.২১ লক্ষ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত টাকা অতি সত্বর আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।

০৬। ৩০-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখের তারিখের স্থিতিপত্রের চলতি সম্পদ অংশে এ বিজেএমসি'র আওতাধীন মিল সমূহের নিকট ১৪১.৪১ লক্ষ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে। বছর ভিত্তিক বিশ্লেষণসহ উক্ত মিল সমূহের নিকট হতে সমূদয় অনাদায়ী পাওনা টাকা আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।

০৭। ৩০-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রের Current Assets অংশে অগ্রিম, জমা ও পূর্ব পরিশোধ খাতে ৪৪.৯৬ লক্ষ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত দেখানো হয়েছে। তন্মধ্যে অগ্রিম উপখাতে ২৮.৪৯ লক্ষ টাকার মধ্যে স্যালারী অগ্রিম ৩.০৫ লক্ষ টাকা, ওয়েজেস্ অগ্রিম ০.১৫ লক্ষ টাকা, ২০% ডিএ অগ্রিম ১১.২৬ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য অগ্রিম ৮.৭৯ লক্ষ টাকা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রদত্ত অগ্রিমের টাকা বছর সমাপনান্তে আদায়/সমন্বয়ের বিধান থাকলেও এ ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি। নিরাপত্তা জামানত ব্যতীত অগ্রিম প্রদত্ত সমুদয় টাকা সত্তর আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।

০৮। ১৯৭৭-৭৮ হতে ২০১১-১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট অনুচ্ছেদ সংখ্যা ৪২০ টি তন্মধ্যে মীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা ২১৯টি, অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা ২০১টি এবং অমীমাংসিত অনুচ্ছেদের মোট জড়িত টাকার পরিমান ৬৯৭২.৩১ লক্ষ। অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ সমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহন করা আবশ্যক (**বিবরণী 'পরিশিষ্ট- ২/৩' তে দেয়া হলো**)।

অডিটের সুপারিশঃ

- প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার দুর্বলতা সমূহ পরিহার করে বিক্রয় ও অন্যান্য আয় বৃদ্ধি করে এবং উৎপাদন ও প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস করে প্রতিষ্ঠানটির পুঞ্জিভূত ক্ষতি কমিয়ে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্য সমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

মন্তব্য নং- ০৩

শিরোনাম ঃ এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লিঃ, তেজগাঁও ঢাকা -এর ২০১২-১৩ অর্থ বছরের চূড়ান্ত হিসাবের ওপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণঃ-

এসেনসিয়াল ড্রাগস লিঃ, তেজগাঁও, ঢাকা-এর ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য ০১-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বহিঃনিরীক্ষক (সিএ ফার্ম) কে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক ০৮-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের সভায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরের হিসাব ০৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত আর্থিক বিবরণী বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক মূল্যায়নের পর অনুচ্ছেদভিত্তিক মন্তব্য নিম্নে প্রদান করা হ'ল ঃ

০১। ক) এসেনসিয়াল ড্রাগস লিঃ-এর Statement Of Financial position এ চলতি দায় Bank Overdraft খাতে ৩০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে গত অর্থবছরের তুলনায় ২৬.৪০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে যা Cash flow Statement এ বর্ণিত আছে। যেহেতু Bank Overdraft হ্রাস পেয়েছে Interest on Overdraft (Finance Cost) তদানুযায়ী হ্রাস পাওয়া যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু Financial Cost খাতে ১২২.৯৫% বৃদ্ধি পেয়েছে যা অবাস্তব (নোটাংশ ২৮ F/S)। কারণ Interest on Overdraft হিসাবে গত বছরের কোন Owing প্রদর্শিত হয়নি। এক্ষেত্রে যেসব কারণ থাকতে পারে Financial Statement Assertion এ Misclassification,Prasentation ও Disclosure সংক্রান্ত ভুল। সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে যথাযথভাবে পরিগণনা না করা (Accuracy & Completeness)। ফলে Finance Cost Overstated হয়েছে। পরবর্তী অর্থবছরের Tax Liabities হ্রাস পেয়েছে, Liquidity position এর যথার্থতা নির্দেশ করছে না। Overdraft ও তার ওপর আরোপিত সুদ তারিখ অনুযায়ী Dutch Bangla Bank, Karwan Bazar শাখা ও First Security Islami Bank, Karwan Bazar শাখার Bank Statement ও Interest Statement প্রেরণ করা আবশ্যক।

খ) **<u>পর্যাপ্ত Cash at Bank থাকা সত্বেও Overdraft এর ওপর সুদ চার্জে Finance Cost বৃদ্ধি</u>**

এসেনসিয়াল ড্রাগস লিঃ-এর Financial Statement নোটাংশ ২০ এ বর্ণিত Dutch Bangla Bank, LTR A/C-/3001 5001 6001ও CC Loan A/C-/ 218 দুটো হিসাবে ৩২৯০৬০০০/- টাকা ও ৩০৮৮৫২৫৬৬/- টাকা মোট ৩৪১৭৫৮৫৬৬ টাকা Overdraft খাতে দেখানো হয়েছে। অথচ উক্ত ব্যাংকে ৫৯.২৮ কোটি টাকা Cash at Bank হিসাবে জমা ছিল। দ্বিগুন পরিমাণ অর্থ জমা থাকা সত্বেও একই ব্যাংকের একই শাখা হতে Overdraft এর ওপর সুদ চার্জ করে Interest খাতে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। অনুরূপভাবে Shahjalal Islami Bank CC Loan Murabaha A/C no 101823667 ও CC Loan Vai Muaggal A/C no 5982 খাতে ৪৮৩৯৩৮৪৩৪ টাকা Overdraft দেখানো হয়েছে। অথচ উক্ত ব্যাংকের ৩০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে Cash at Bank খাতে জমা ছিল ৮৫.১২কোটি টাকা (নোট -০৯)। ফলে Overdraft খাতে Interest payment এর কোন যৌক্তিক কারণ নেই। ফলে দুটো ব্যাংকে Interest on Overdraft খাতে ১৩.৬৩ কোটি টাকা পরিশোধ অনাবশ্যক। Working Capital Management এর দুর্বলতাই এর কারণ। এক্ষেত্রে বিস্তারিত বিবরণী সহ অপ্রয়োজনীয় সুদ চার্জেও কারণ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

০২। আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তুলনামূলক (**বিবরণী 'পরিশিষ্ট- ৩/১' তে দেয়া হলো**)। উক্ত বিবরণী হতে দেখা যায় যে, ২০১১-১২ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বিক্রয় পরিব্যয় ও প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধির ফলে নীট লাভের পরিমান কম হয়েছে। অপ্রত্যাশিত পার্থক্যের ক্ষেত্রে তদন্তপূর্বক ব্যয় নিয়ন্ত্রন করতঃ প্রতিষ্ঠানটিকে আরও লাভবান করা প্রয়োজন এবং ২০১১-১২ সালের তুলনায় ২০১২-১৩ সালে নীট লাভ ২.৯৫% হ্রাসের কারন ব্যাখ্যা আবশ্যক।

০৩। প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের Balance sheet এর Current Assets অংশে (নোট-৮) এ Accounts Receivable-এর Trade Debtor খাতে ৩৩০০.০৭ লক্ষ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে। বছর ভিত্তিক বিশ্লেষণসহ সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায়/সমন্বয়ের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

৭—

০৪। ৩০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের Balance sheet এর Current Assets অংশে (নোট-৯) এ অগ্রিম, জমা ও পূর্ব পরিশোধ খাতে ৮২৫৬.১৩ লক্ষ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে। নিরাপত্তা জামানত ব্যতীত বছর ভিত্তিক বিশ্লেষণসহ সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায়/সমন্বয়ের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

০৫। প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে মীমাংসিত ও অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত তথ্যাদি (**বিবরণী 'পরিশিষ্ট- ৩/২' তে দেয়া হলো**)। উক্ত পরিশিষ্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ১৯৮৩-৯৭ হতে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে মোট অনুচ্ছেদ সংখ্যা ৪৩৩টি। তন্মধ্যে মীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা ২৬টি। অমীসাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা ৪০৭টি। জড়িত টাকা ২৬৭৩৩.০২ লক্ষ টাকা। অমীমাংসিত অনুচ্ছেদগুলো সত্ত্বর মীমাংসার ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অডিটের সুপারিশঃ

- প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ পরিহার করে বিক্রয় ও অন্যান্য আয় বৃদ্ধি করে এবং উৎপাদন ও প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস করে প্রতিষ্ঠানটির পুঞ্জিভূত ক্ষতি কমিয়ে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্য সমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ জহুরুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৭/১৮-৪৮৮৫কম/এ—৮০০বই, ২০১৮ইং।